জয় বাংলা আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান জয় বঙ্গবন্ধু

‘কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম’ শীর্ষক বিভাগীয়

কর্মশালা

০৬ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ভূমিকা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে এবং দলীয় কর্মসূচি গুলিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দলকে জনগণের আরো সন্নিকটে পৌছাতে বিভাগীয় কর্মশালা আয়োজন করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) এর সহযোগিতায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে গত ৬ অক্টোবর (রবিবার) ২০১৯ ইং তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে "কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালার ঢাকা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বিভাগীয় কর্মশালা উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে এই কর্মশালার আয়োজন করা হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে সংসদ সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় করতে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি। তবে ওই কর্মশালায় শুধুমাত্র সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তরুণদের নিয়ে সিআরআই আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উঠে এসেছিল তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা। তাই এবার সরাসরি তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

গত কয়েক বছর ধরে নানা ইস্যুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে দেশ বিরোধী বিএনপি, জামায়াত-শিবির চক্র। শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোটা পদ্ধতি সংস্কার আন্দোলন এবং শিক্ষকদের এমপিও ভুক্তির আন্দোলন নিয়ে অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হয়েছিল। এর আগে ফেসবুকে গুজব ছড়িয়ে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ মন্দির ভাংচুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে গুজব ছড়িয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও মন্দির ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণে মানুষের মাথা লাগবে বলে গুজব ছড়িয়েছিল একটি গোষ্ঠী। গুজব প্রতিরোধ এবং দল ও সরকারের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র সর্বস্তরের জনগণের কাছে দ্রুততম সময়ে পৌছে দিতেই এই বিভাগীয় কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে। বিভাগীয় কর্মশালায় ই-মেইল পরিচালনা থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে দলীয় সব কর্মকাণ্ডে যাতে প্রযুক্তির ব্যবহার থাকে সে বিষয়েও উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে অনলাইনে দলীয় সদস্যদের তথ্যভান্ডার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে প্রযুক্তির এই প্রশিক্ষণ।

ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর
সদস্য সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি এবং
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম"

শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা

০৬ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.

stsc.albd.org /stsc.albd

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" কর্মশালা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে **"Digital Election Campaign"** শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হলেও তৃণমূল নেতাকর্মীদের জন্য প্রযুক্তিগত এমন বড় পরিসরের কর্মশালা এবারই প্রথম। গত ৬ অক্টোবর, ২০১৯ রবিবার ঢাকায় "কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য বিভাগেও এই কর্মশালা আয়োজন করা হবে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, সদস্য সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. মোঃ হোসেন মনসুর, চেয়ারম্যান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

প্রবন্ধ উপস্থাপনাঃ

"Trends of Using Social Media in Politics" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক
ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম পিইঞ্জ., চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং উপাচার্য, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

"Using Social Media for Campaigning" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুফি ফারুক ইবনে আবুবকর, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং সদস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি বাংলাদেশ
আওয়ামী লীগ।

"Impacts of Social Media in Future Learning" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক
ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমেদ নূর, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়।

"Presence of Bangladesh Awami League in Social Media" বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী তন্ময় আহমেদ, কো-অর্ডিনেটর (সিআরআই) এবং সদস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" কর্মশালা

জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এর বিভিন্ন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন চলাকালীন সময়ের একটি গুজবের উদাহরণ দেন যা সামজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং রাতারাতি তা ছড়িয়ে পরে। এরকম গুজব থেকে নেতাকর্মীদের সচেতন থাকার পরামর্শ দেন তিনি । তিনি বলেন, জঙ্গী সংগঠনগুলো তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিজেদের সংগঠিত করার কাজে ব্যাপকভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ, গুজব, অসামাজিক কার্যকলাপ সহ সকল অনৈতিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার থাকতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা এবং সামাজিক কাজে ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে। সেই সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জোরালো প্রচার করতে হবে যেন দেশের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র সর্বস্তরের জনগনের কাছে দ্রুততম সময়ে পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়।

তিনি তার বক্তব্যে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম তৈরীর কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে দলগত প্রচার-প্রচারণা চালানো এবং গুজব-সন্ত্রাস প্রতিরোধে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা সম্ভব হবে। এসময় তিনি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে "জয় বাংলা" অ্যাপস এর সাফল্যের কথা তুলে ধরেন এবং "জয় বাংলা" অ্যাপস কে কিভাবে আরো উন্নত করে সারাদেশে সকলের কাছে পৌছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন "জয় বাংলা" অ্যাপসের মত প্ল্যাটফর্মে যত মানুষ যুক্ত হবে তত দ্রুত বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেওয়া, গুজব প্রতিরোধ এবং অনলাইনে সক্রিয় নেতা-কর্মীদের ডাটাবেজ তৈরী সহজ হবে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর স্বাগত বক্তব্যে বলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ জুন ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের রোডম্যাপের সূচনা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু-১" মহাকাশে উৎক্ষেপিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন একটি নয়, দুটি সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত। দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইথের চাহিদা মোকাবেলায় তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের তৃতীয় প্রজন্মের নেটওয়ার্ক থ্রিজি চালু হয়েছে, ২০১৮ সালে চালু হয় ফোরজি। ২০২৩ সালে আমরা ফাইভজি যুগে প্রবেশ করব বলে আশা করছি।

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" কর্মশালা

তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন উন্নয়নের দিক তুলে ধরে তিনি বলেন আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশে ডিজিটাল বিপ্লব হয়েছে। তিনি বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুবিধাভোগী কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালায়। মিথ্যা বানোয়াট তথ্যের আশ্রয় গ্রহণকারী রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং জামায়াত ষড়যন্ত্র মূলকভাবে দেশের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করতে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন চলাকালে বিভিন্ন মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। তারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে দেশের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে নিজেদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করে। তাদের গুজব ছড়ানোর সীমা এত টুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ঘৃণিত যুদ্ধাপরাধী সাঈদীর ছবি চাঁদে দেখা গিয়েছে বলেও তারা গুজব ছড়ায়। এসব গুজব থেকে আমাদের সকলকে সাবধান থাকতে হবে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সৃষ্ট এই সব গুজব ও অপপ্রচারের জবাব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দিয়েই দিতে হবে।

কর্মশালার সভাপতি, **প্রফেসর ড. মোঃ হোসেন মনসুর,** তার বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সরকার গত দশ বছরে দেশে যে সব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করেছে সেই চিত্র সকলের মাঝে তুলে ধরেন। তিনি বলেন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে নেতাকর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে সর্বদা কাজ করে যাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি। কিছু নামসর্বস্ব অনলাইন নিউজ পোর্টাল ভুল তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রচার করে যা গুজব ছড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই কোন সংবাদ পড়ার আগে অনলাইন নিউজ পোর্টালের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা বিবেচনায় রাখতে হবে বলে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

তিনি আরো বলেন নেতাকর্মীদের অবশ্যই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সঠিক নাম এবং ছবি ব্যবহার করে একাউন্ট খুলতে হবে যাতে করে খুব সহজেই একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। রাজপথের রাজনীতির পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দলগতভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

পরামর্শ এবং সুপারিশমালা

- জয় বাংলা অ্যাপস এ আরো উন্নত ফিচার যোগ করে নতুন সংস্করণ বের করতে হবে ।
- জয় বাংলা অ্যাপস এর আইওএস সংস্করণ ডেভেলপ করতে হবে।
- মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস ও অর্জনগুলো অডিও ভিজুয়াল কনটেন্ট আকারে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইট ও অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে প্রচারিত তথ্য সমূহ নিয়মিত শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিতে হবে।
- অনলাইনে সক্রিয় দলীয় নেতাকর্মীদের একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় সঠিক নাম ও ছবি ব্যবহার করতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার ও দলের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরতে হবে।
  সরকারের উন্নয়নমূলক কাজসমূহের প্রচার নিশ্চিত করতে হবে।
- অনলাইনে বিরোধীদলীয় অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে এবং অপপ্রচার রোধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সকল অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের সংঘবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- দলীয় অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয়ে লাইক দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অন্য ধর্ম ও বর্ণের মানুষদের কটাক্ষ করা হতে বিরত থাকতে হবে।
- অশ্লীল ছবি, ভাষা ব্যবহার করা এবং গালি দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।
- দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন কমেন্ট/স্ট্যাটাস দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালার কিছু স্থির চিত্র

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালায় - বাম দিক থেকে প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, প্রফেসর ড. মো. হোসেন মনসুর।

প্রধান অতিথি, জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম"
শীর্ষক কর্মশালার কিছু স্থির চিত্র

স্বাগত বক্তা, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর সদস্য সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

সভাপতি, প্রফেসর ড. মো. হোসেন মনসুর, চেয়ারম্যান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি এবং উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালার কিছু স্থির চিত্র

"Trends of Using Social Media in Politics" *বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম পিইঞ্জ., চেয়ারম্যান, কম্পিউটার কৌশল বিভাগ,আইইবি এবং উপাচার্য, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।*

"Impacts of Social Media in Future Learning" *বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমেদ নূর, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়।*

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম"
শীর্ষক কর্মশালার কিছু স্থির চিত্র

"Presence of Bangladesh Awami League in Social Media" *শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী তন্ময় আহমেদ, কো-অর্ডিনেটর (সিআরআই) এবং সদস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।*

"Using Social Media for Campaigning" *শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুফি ফারুক ইবনে আবুবকর, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং সদস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।*

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কিছু স্থির চিত্র

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কিছু স্থির চিত্র

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কিছু স্থির চিত্র

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কিছু স্থির চিত্র

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম"
শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কিছু স্থির চিত্র

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কিছু স্থির চিত্র

কর্মশালা পূর্ববর্তী মিডিয়া কাভারেজ

“কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম”
শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালার প্রস্তুতি এবং কর্মশালার বিষয়বস্তু নিয়ে দেশের জনপ্রিয় কিছু জাতীয় এবং অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের একাংশঃ

দৈনিক জনকণ্ঠ

তৃণমূলে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেবে আওয়ামী লীগের

স্টাফ রিপোর্টার ॥ তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দলীয় কার্যক্রমে শতভাগ সক্রিয় করা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কর্মদক্ষতা বাড়াতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এর অংশ হিসেবে প্রথমেই বিভাগীয় পর্যায়ে নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেবে দলটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটি। আগামী ৬ অক্টোবর রবিবার ঢাকায় বিভাগীয় কর্মশালা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এ উদ্যোগ। এর আগে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হলেও তৃণমূলের জন্য প্রযুক্তিগত এমন বড় পরিসরের কর্মশালা এবারই প্রথম। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করবে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ এ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)। উপকমিটির সূত্রে জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে ঢাকাসহ দেশের আট বিভাগীয় শহরে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এতে উপজেলা ও জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাদের পাশাপাশি অন্য নেতারা কর্মশালায় অংশ নিতে পারবেন। 'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম' শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালার ঢাকা পর্ব শুরু হবে আগামী ৬ অক্টোবর। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে ঢাকা পর্বের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি। আওয়ামী লীগের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ এ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) সহযোগী সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ জানান, কর্মশালায় ই-মেইল পরিচালনা থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে দলীয় সব কর্মকা- যাতে প্রযুক্তির

আ'লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ শুরু কাল

যুগান্তর রিপোর্ট

'গুজবের জবাব' দিতে নেতাকর্মীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও দক্ষ করে তুলতে চায় আওয়ামী লীগ। এ লক্ষ্যে দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে দলটি। আওয়ামী লীগের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) সহযোগিতায় দলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপকমিটি এ উদ্যোগ নিয়েছে। প্রথমে বিভাগীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আগামীকাল রোববার ঢাকা বিভাগের কর্মশালা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে কর্মশালা শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগেও কর্মশালা হবে।

গত কয়েক বছরে নানা ইস্যুতে সরকারবিরোধীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোটা পদ্ধতি সংস্কার আন্দোলন এবং শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির আন্দোলন নিয়ে অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হয়। এর আগে কেসবুকে গুজব ছড়িয়ে কক্সবাজারের রামুতে মন্দির ভাঙচুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গুজব ছড়িয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণে মানুষের মাথা লাগবে বলে গুজব ছড়িয়েছিল একটি গোষ্ঠী।

দলীয় সূত্র জানায়, গুজব প্রতিরোধ এবং দল ও সরকারের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র সর্বস্তরের জনগণের কাছে দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং উপকমিটির সদস্য সচিব প্রকৌশলী আব্দুস সবুর শুক্রবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, প্রথম পর্যায়ে ঢাকাসহ আট বিভাগীয় শহরে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এতে উপজেলা ও জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। পাশাপাশি অন্য নেতাকর্মীরাও অংশ নিতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, 'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম' শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালার ঢাকা পর্ব শুরু হবে আগামীকাল। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সিআরআইর সহযোগী সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ জানান, কর্মশালায় ই-মেইল পরিচালনা থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে দলীয় সব কর্মকাণ্ড যাতে প্রযুক্তির ব্যবহার থাকে সে বিষয়েও উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে অনলাইনে দলীয় সদস্যদের তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ প্রশিক্ষণ।

কর্মশালা পূর্ববর্তী মিডিয়া কাভারেজ

CHANNEL

তৃণমূল নেতাকর্মীদের প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দেবে আওয়ামী লীগ

তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দলীয় কার্যক্রমে পুরোমাত্রায় সক্রিয় করা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কর্মদক্ষতা বাড়াতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এর অংশ হিসেবে প্রথমেই বিভাগীয় পর্যায়ে নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেবে দলটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি।

আগামী ৬ অক্টোবর ঢাকায় বিভাগীয় কর্মশালা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এ উদ্যোগ।

এর আগে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হলেও তৃণমূলের জন্য প্রযুক্তিগত এমন বড় পরিসরের কর্মশালা এবারই প্রথম।

এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করবে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)।

২০১৭ সালে সংসদ সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় করতে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছিল আওয়ামী লীগ। তবে ওই কর্মশালায় শুধুমাত্র সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তরুণদের নিয়ে সিআরআই আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উঠে এসেছিল তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা। তাই এবার সরাসরি তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির সূত্রে জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে ঢাকাসহ দেশের আট বিভাগীয় শহরে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এতে উপজেলা ও জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাদের পাশাপাশি অন্যান্য নেতারা কর্মশালায় অংশ নিতে পারবেন।

কর্মশালা পূর্ববর্তী মিডিয়া কাভারেজ

আমাদের দিন

আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ, সহযোগিতায় সিআরআই

তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দলীয় কার্যক্রমে পুরোমাত্রায় সক্রিয় করা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কর্মদক্ষতা বাড়াতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এর অংশ হিসেবে প্রথমেই বিভাগীয় পর্যায়ে নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেবে দলটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি।

আগামী ৬ অক্টোবর ঢাকায় বিভাগীয় কর্মশালা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এ উদ্যোগ। এর আগে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হলেও তৃণমূলের জন্য প্রযুক্তিগত এমন বড় পরিসরের কর্মশালা এবারই প্রথম। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করবে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন-সিআরআই।

২০১৭ সালে সংসদ সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় করতে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছিলো আওয়ামী লীগ। তবে ওই কর্মশালায় শুধুমাত্র সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তরুণদের নিয়ে সিআরআই আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উঠে এসেছিলো তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা। তাই এবার সরাসরি তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও

BANGLA NEWS 24

কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে আ'লীগের কর্মশালা রোববার

ঢাকা: তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দলীয় কার্যক্রমে পুরোমাত্রায় সক্রিয় করা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কর্মদক্ষতা বাড়াতে নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে আওয়ামী লীগ। এরই অংশ হিসেবে প্রথমেই বিভাগীয় পর্যায়ে নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেবে দলটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি।

রোববার (০৬ অক্টোবর) ঢাকায় বিভাগীয় কর্মশালা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এ উদ্যোগ। এর আগে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হলেও তৃণমূলের জন্য প্রযুক্তিগত এমন বড় পরিসরের কর্মশালা এবারই প্রথম।

এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সহযোগিতা করছে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)।

দলীয় সূত্র বলছে, ২০১৭ সালে সংসদ সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় করতে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ। তবে ওই কর্মশালায় শুধুমাত্র সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তরুণদের নিয়ে সিআরআই আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উঠে এসেছিল তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা। তাই এবার সরাসরি তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কর্মশালা পূর্ববর্তী মিডিয়া কাভারেজ

সারাবাংলা
sarabangla.net
সারাবাংলার সারাক্ষণ

নেতাকর্মীদের প্রযুক্তি শেখাবে আওয়ামী লীগ

অক্টোবর ৫, ২০১৯ | ২:৩৪ পূর্বাহ্ন

ঢাকা: তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দলীয় কার্যক্রমে পুরো মাত্রায় সক্রিয় করতে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কর্মদক্ষতা বাড়াতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এর অংশ হিসেবে প্রথমেই বিভাগীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেবে দলটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি।

রোববার (৬ অক্টোবর) ঢাকায় বিভাগীয় কর্মশালা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এ উদ্যোগ। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করবে আওয়ামী লীগের গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম' শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালার ঢাকা পর্ব শুরু হবে এদিন। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে ঢাকা পর্বের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি।

প্রশিক্ষণ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে সম্প্রতি আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র সভাপতি প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুরসহ সংশ্লিষ্ট নেতারা বৈঠক করেন।

প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর জানান, ঢাকা বিভাগ দিয়ে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ।

সিআরআই এর সহযোগী সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ জানান, কর্মশালায় ই-মেইল পরিচালনা থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে দলীয় সব কর্মকাণ্ডে যাতে প্রযুক্তির ব্যবহার থাকে সে বিষয়েও উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে অনলাইনে দলীয় সদস্যদের তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ।

সংশ্লিষ্টসূত্র জানায়, বিভিন্ন সময় তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সদস্য সংগ্রহ হলেও সদস্যদের তালিকা অনলাইনে পেতে বেগ পেতে হয় কেন্দ্রকে। এছাড়াও ইতিবাচক দলীয় কর্মকাণ্ড ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র সর্বস্তরের জনগণের কাছে দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিতেও সমস্যা হয়। সেজন্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি তৃণমূলের কর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের এই উদ্যোগ নিয়েছে।

এর আগে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হলেও তৃণমূলের জন্য প্রযুক্তিগত এমন বড় পরিসরের কর্মশালা এবারই প্রথম।

২০১৭ সালে সংসদ সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় করতে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছিল আওয়ামী লীগ। তবে ওই কর্মশালায় শুধুমাত্র সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তরুণদের নিয়ে সিআরআই আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উঠে এসেছিল তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা। তাই এবার সরাসরি তৃণমূলের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

সারাবাংলা/এনএইচ

কর্মশালা পূর্ববর্তী মিডিয়া কাভারেজ

Jagonews24.com

তৃণমূল আ.লীগে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ শুরু রোববার

আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরও দক্ষ করে তুলতে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ শুরু করছে দলটি। আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপকমিটির উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রথমে বিভাগীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৬ অক্টোবর রোববার ঢাকায় বিভাগীয় কর্মশালা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এ উদ্যোগ। এর আগে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হলেও তৃণমূলের জন্য প্রযুক্তিগত এমন বড় পরিসরের কর্মশালা এবারই প্রথম। পর্যায়ক্রমে অন্য বিভাগেও এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করবে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)।

আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির সদস্য সচিব প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর বলেন, প্রথম পর্যায়ে ঢাকাসহ দেশের আট বিভাগীয় শহরে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এতে উপজেলা ও জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তবে পাশাপাশি অন্য নেতাকর্মীরাও কর্মশালায় অংশ নিতে পারবেন।

তিনি আরও বলেন, 'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম' শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালার

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালা পরবর্তী মিডিয়া কাভারেজ

যুগান্তর
07 October, 2019, Monday

সরকার সংকল্পবদ্ধ কাউকে ছাড় দেয়া হবে না

—— ওবায়দুল কাদের

যুগান্তর রিপোর্ট

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'আপনারা (গণমাধ্যম) যাকে (সম্রাট) গডফাদার বলছেন তাকে তো গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযান চলছে, চলবে। এটা কোনো দল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়। যারা দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। এটা সরকারের ইচ্ছা। সরকার সংকল্পবদ্ধ। এ লক্ষ্য সামনে রেখে শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে।'

> যাকে গডফাদার বলছেন তাকে তো গ্রেফতার করা হয়েছে
>
> শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে কারও সঙ্গে চুক্তি করেন না

রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর আইইবি মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটি আয়োজিত 'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম'— শীর্ষক কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'যাদের যাদের আপনারা সন্দেহ করছেন তারা তো অ্যারেস্ট হচ্ছে। আমাদের সরকারের অভিযান শুরু হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতির চক্র ভেঙে দিতে না পারব ততক্ষণ অভিযান চলবে।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বিএনপি নেতারা বলেছেন, ভারতের সঙ্গে অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক চুক্তি

সরকার সংকল্পবদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্কুচিত হচ্ছে। ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সাতটা সমঝোতা স্মারক হয়েছে। তিনটি প্রজেক্টের সমঝোতা স্মারক হয়েছে। কোথায়? কোনটা অসাংবিধানিক? অগণতান্ত্রিক কিছু আছে? এটা তথ্য-প্রমাণসহ মির্জা ফখরুল সাহেব আপনাকে দেখাতে হবে। অন্ধকারে ঢিল ছুড়বেন না। আগে বলতেন দেশ বিক্রি হয়ে গেছে। এখন বলছেন সংবিধান লঙ্ঘন হয়েছে। আগে বলতেন গোলামির চুক্তি হয়েছে। এখন বলছেন এ চুক্তি অসাংবিধানিক। মেমোরেন্ডাম অ্যান্ডারস্ট্যান্ডিং যে কোনো লিখিত চুক্তি নয়; দীর্ঘদিন ক্ষমতায় না থেকে এটাও আপনারা ভুলে গেছেন?'

সেতুমন্ত্রী বলেন, 'শেখ হাসিনা নিজে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে কারও সঙ্গে কোনো চুক্তি করেন না। দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখেই তিনি সমঝোতা ও চুক্তি করেন। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখেন।'

যে প্রধানমন্ত্রী (সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া) দিল্লি থেকে ফিরে এসে বলেন, 'গঙ্গার পানি চুক্তির কথা মনে ছিল না।' শেখ হাসিনা কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রী নন। আজকে যতটা হয়েছে এতে আমরা লাভবান হচ্ছি। আমাদের জাতীয় সম্পদ ও অর্থনীতি উপকৃত হচ্ছে। ভারতের সেভেন সিস্টারে ট্রাকে আমাদের এখান থেকে এলপিজি যাবে, সেখানে বাংলাদেশের প্রচুর আর্থিক সুবিধা আমরা পাব। আরেকটা বিষয়, ভারত যদি আজ আমাদের মোংলা বন্দর ব্যবহার করে, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে; এটা বিনা পয়সায় ব্যবহার করবে না। আমাদের আর্থিক সুবিধা দিয়েই তারা ব্যবহার করবে।

তিনি বলেন, 'পঁচাত্তরপরবর্তী সময়ে কেউই শত্রুতা করে ভারতের কাছ থেকে কিছুই আনতে পারেনি। আমরা শত্রুতা চাই না। শেখ হাসিনা বন্ধুত্বের পথে গিয়েছেন। গিয়েছেন বলেই ৬৮ বছরের সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও ছিটমহল বিনিময় শান্তিপূর্ণভাবে হয়নি। শেখ হাসিনা শান্তিপূর্ণভাবে ছিটমহল সমস্যার সমাধান করে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরা পেয়েছি, আমাদের শর্ত অক্ষুণ্ন রেখেই বন্ধুত্ব সম্প্রসারিত হয়েছে। তিস্তা নিয়ে আলোচনার দ্বার বন্ধ ছিল; সেই আলোচনা হয়েছে, অগ্রগতি হয়েছে। গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি যিনি করেছেন তিনি তিস্তা চুক্তিতেও সফল হবেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।'

এ সময় রংপুরের উপনির্বাচনে বিএনপির হারের প্রসঙ্গ টেনে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'রংপুরের নির্বাচনে তাদের (বিএনপি নেতাদের) ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল বিশাল জয় পেয়ে যাবে। কিন্তু কত ভোট তারা পেয়েছেন? এত জনপ্রিয় দল, তারা নির্বাচনে অংশ নিল। আওয়ামী লীগ তো অংশ নেয়নি। এত জনপ্রিয় দল ভোটার উপস্থিতি এত কম হল, মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব আপনি দয়া করে জবাব দেবেন কি?'

কর্মশালাকে স্বাগত জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'দেশে নীরবে ডিজিটাল বিপ্লব হচ্ছে। এর রূপকার সজীব ওয়াজেদ জয় ও রবি। যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমরা এ উদ্যোগ জাতীয় নির্বাচনে কাজে লাগিয়ে জয়লাভ করেছি। তবে আমাদের ডিজিটাল মিডিয়ায় খুব বেশি আসক্ত হয়ে যাবে না। যেখানে সব নেতিবাচক কথা প্রচার হয় না, ইতিবাচক কিছু কথা আছে সেগুলো নিতে হবে, প্রচার করতে হবে।'

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'সামনে জাতীয় সম্মেলন। এ সম্মেলন সামনে রেখে কোনো নেতাকর্মী যেন চরিত্র হননের খেলায় মেতে না ওঠেন; সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।'

সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের হামলা দুঃখজনক : শনিবার রাতে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের হামলার বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'সাংবাদিক মোবারকের সঙ্গে যা ঘটেছে তা দুঃখজনক। তার বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম। এরপর আবার এ ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনা শুনে আমার খারাপ লেগেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপি এ বিষয়টি জানেন। আমি বিষয়টি তাদের সঙ্গে মনিটরিং করব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেছেন। তিনি ফিরে আসুক। আমি পুলিশের আইজির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালা পরবর্তী মিডিয়া কাভারেজ

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

যাকে গডফাদার বলছেন সে তো গ্রেফতার: ওবায়দুল কাদের

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ৬ অক্টোবর, ২০১৯, ৭:২৩ পিএম
| আপডেট : ৮:০২ পিএম, ৬ অক্টোবর, ২০১৯

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আপনারা (মিডিয়া) যাকে গডফাদার বলছেন তাকে তো গ্রেফতার করা হয়েছে। এ অভিযান চলছে, চলবে। এটা কোনো দল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান নয়। যারা দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।

রোববার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (আইইবি) মিলনায়তনে এক কর্মশালায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে 'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম' শীর্ষক এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যারা দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত তাদের কেউ ছাড় পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতির চক্র ভেঙে দিতে না পারবো ততক্ষণ এ অভিযান চলবে। এ অভিযান কোনো দল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

তিনি বলেন, দেশে নিরবে ডিজিটাল বিপ্লব হচ্ছে। এর রূপকার সজিব ওয়াজেদ জয় ও রবি। যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমরা এ উদ্যোগ জাতীয় নির্বাচনে কাজে লাগিয়ে জয়লাভ করেছি। আমাদের ডিজিটাল মিডিয়ায় খুব বেশি আসক্ত হওয়া যাবে না। সেখানে সব নেতিবাচক কথা প্রচার হয় না এখানে ইতিবাচক কিছু কথা আছে সেগুলো নিতে হবে, প্রচার করতে হবে।

কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের (বিডিইউ) উপাচার্য প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ড. মো. হোসেন

আলোকিত বাংলাদেশ

'শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে চুক্তি করেন না'

'দুর্নীতির চক্র ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে'

নিজস্ব প্রতিবেদক

সোমবার, অক্টোবর ৭, ২০১৯ 12:00:00 AM

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আপনারা (গণমাধ্যম) যাকে (যুবলীগ নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট) গডফাদার বলছেন, তাকে তো গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটা কোনো দল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়; যারা দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। রোববার রাজধানীর আইইবি মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপকমিটি আয়োজিত 'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম' শীর্ষক কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যাদের যাদের আপনারা সন্দেহ করছেন, তারা তো এরেস্ট হচ্ছে। আমাদের সরকারের অভিযান শুরু হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্নীতির চক্র ভেঙে দিতে না পারব, ততক্ষণ অভিযান চলবে। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সঙ্গে সম্রাটের গ্রেপ্তারের যোগসূত্র নিয়ে বিএনপির অভিযোগকে নোংরা রাজনীতি বলে অভিহিত করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, বিএনপি নেতারা বলেছেন, ভারতের সঙ্গে অসাংবিধানিক-অগণতান্ত্রিক চুক্তি আড়াল করতে সম্রাটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ উক্তি বিএনপির নেতিবাচক নোংরা রাজনীতি। এ নেতিবাচক রাজনীতির জন্য বিএনপি ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। ক্রমেই তারা জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাতটি সমঝোতা স্মারক হয়েছে, তিনটি প্রজেক্টের সমঝোতা স্মারক হয়েছে। কোথায়? কোনটি অসাংবিধানিক? অগ্রণতান্ত্রিক কিছু আছে? এটা তথ্য-প্রমাণসহ মির্জা ফখরুল আপনাকে দেখাতে হবে, অন্ধকারে ঢিল ছুড়বেন না। আগে বলতেন দেশ বিক্রি হয়ে গেছে, এখন

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালা পরবর্তী মিডিয়া কাভারেজ

সমকাল

প্রকাশ: ০৬ অক্টোবর ২০১৯ | আপডেট: ০৭ অক্টোবর ২০১৯

সমকাল প্রতিবেদক

দুর্নীতির চক্র ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, সম্রাটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ অভিযান চলছে, চলবে। এটা কোনো দল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযান নয়। যারা দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত, তারা কেউ ছাড় পাবে না।

রোববার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম' শীর্ষক কর্মশালা উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপকমিটি এ কর্মশালার আয়োজন করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপকমিটির সভাপতি অধ্যাপক হোসেন মনসুরের সভাপতিত্বে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী আবদুস সবুর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

ভারত-বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সমালোচনা প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি মহাসচিব বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অসাংবিধানিক চুক্তি হয়েছে। বাস্তবে কোনো চুক্তিই হয়নি, হয়েছে সমঝোতা।

সমঝোতা আর চুক্তি এক নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিষয়টার গভীরে না গিয়ে তিনি নেতিবাচক সমালোচনা করলেন। এই নেতিবাচক রাজনীতির জন্য বিএনপি ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ

প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বার্থ বিকিয়ে কোনো চুক্তি করেন না : সেতুমন্ত্রী

৬ অক্টোবর, ২০১৯ ২২:১০

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফলতা দেখে বিএনপির গায়দাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে বিএনপি যে সমালোচনা করছে, এটি তাদের অপরাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। দীর্ঘদিন ফরমান বাহিনে আসমর অলা রাষ্ট্রপতি সরকার দিচ্ছে, বিটিমহল চুক্তি হয়েছে, তিস্তা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সফল হবেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে চুক্তি করবেন না।

আজ রবিবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সেতুমন্ত্রী বলেন, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া জাতির সামনে এসে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন তিনি গঙ্গা চুক্তির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। খালেদা জিয়া আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক নন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে। তিনি দেশ ও মানুষের জন্য মাননীয় হবেন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উদ্দেশে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে কোন চুক্তি সংবিধান বিরোধী এবং দেশ বিরোধী হয়েছে তার সঠিক সেখাব দেবেন কী? তিনি বলেন, মির্জা ফখরুল আজকাল তিন ফুড়বেন না। বিএনপির জনপ্রিয়তা নেই তা সংসদের নির্বাচনে বেশ প্রমাণ হয়েছে।

ওবায়দুল কাদের দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আওয়ামী লীগের সম্মেলনকে ঘিরে কেউ কোনো দেনার সামনে নিজেকে প্রার্থীর কথায় ঘোষণা করবেন না। প্রধানমন্ত্রী তাঁর কর্মীদের কথা বুঝতে পারেন। আওয়ামী লীগে অনেক যোগ্য নেতা রয়েছে, যাকে দলের যেন দায়িত্ব দিয়ে হয় তা তিনি জানেন। তিনি দলের আগামী সম্মেলনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। আওয়ামী লীগ

"কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম" শীর্ষক কর্মশালা পরবর্তী মিডিয়া কাভারেজ

techshohor.com

নেতা-কর্মীদের ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিলো আওয়ামী লীগ

প্রকাশঃ ৬ অক্টোবর, ২০১৯, ০৭:৫৩ - আপডেটঃ ৭ অক্টোবর, ২০১৯, ০২:৩৩

টেক শহর কনটেন্ট কাউন্সিলর : দেশের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় করাতে এবং কর্মদক্ষতা বাড়াতে ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

দলটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির উদ্যোগে রোববার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট (আইইবি) মিলনায়তনে ওই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

'কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম' শীর্ষক এক কর্মশালার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের দিনব্যাপী ওই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ।

দেশব্যাপী কর্মশালার অংশ হিসেবে রোববার ঢাকায় বিভাগীয় কর্মশালা হয়েছে। কর্মশালা উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

The Daily Star বাংলা

দ্য ডেইলি স্টার

প্রচ্ছদ » শীর্ষ খবর

০৬:১০ অপরাহ্ন, অক্টোবর ০৬, ২০১৯ / সর্বশেষ সংশোধিত: ০৬:১২ অপরাহ্ন, অক্টোবর ০৬, ২০১৯

শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে চুক্তি করেন না: কাদের

বাসস, ঢাকা

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফলতা দেখে বিএনপির গাত্রদাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছিটমহল চুক্তি হয়েছে, তিস্তা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সফল হবেন।প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে চুক্তি করবেন না।

আজ রোববার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সেতুমন্ত্রী বলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফর শেষে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন তিনি গঙ্গা চুক্তির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। খালেদা জিয়া আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক নন।তিনি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে।তিনি দেশ ও মানুষের জন্য রাজনীতি করেন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে কোন চুক্তি সংবিধান

ডাউনলোড লিংক

কর্মশালার প্রবন্ধসমূহের ডাউনলোড লিংক

ডাউনলোড করতে QR কোডটি স্ক্যান করুন
অথবা ভিজিট করুন
bit.ly/stsc6octfiles

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

stsc.albd.org /stsc.albd